REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৩.শে ভাদ্র বুধবার ১৩২৭ ইংরাজী 8th September 1920. | ১৫শ সংখ্যা।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ⁄১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৲১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে —বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। মহিলাকুলের সোহাগের অনুরাগ। কেশরঞ্জন বর-বধূতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ৷৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২৷০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রসূত—রমণী কল্যাণকর মহৌষধি। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকারীশক্তি অসীম। অনেক নষ্টক্ষেত্রে অপর চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্ট" রমণীরক্ষক হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিগ্রহ-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বঙ্গজীর শান্তিময় সংসারে লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবস্থা করিবেন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷০ দেড় টাকা
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৵০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, অবলেহ, বটিকা, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সকল সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোংর

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

ছিলিংবাম

নূতন ও পুরাতন মেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

১ মাত্রায় পরিচয়! এক দিবসে জ্বালাহীন!! এক সপ্তাহে নিরাময়!!!

মেহের জন্য "গণোকোকাই" [illegible] না হইলে রোগ সারে না। ছিলিং-বাম এ. [illegible] উপাদানে প্রস্তুত, সেই জন্য কেবল মাত্র ইহাই মেহের মহৌষধ। মেহ রোগ আজ কাল শতকরা ৯৫ জনের হয়। কিন্তু এই রোগ-রাক্ষসের সমুচিত ঔষধ "ছিলিংবাম"। আর বাজে ঔষধ সেবন করিয়া শক্তি অর্থ ও সামর্থ্য নষ্ট করিবেন না। আমাদের ঔষধ ২৪ বৎসরের অধিক পুরাতন।

আজ কাল জাল ঔষধের "জাল" হইয়া থাকে, আমাদের ছিলিংবামও এ বিষয়ে ছাড় পায় নাই। জাল ছিলিংবাম ছাড়া অনেক "বাম" অত কাল বাজারে দেখা দিয়াছেন। এই সকল আমার ঔষধ হইতে সাবধান হইবেন।

মেহ রোগ কি, তাহা [illegible] করেননা। প্রধানতঃ মেহের উপসর্গ এইগুলি— প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাব [illegible] না হওয়া, ঘন ঘন বেগ হওয়া, কিন্তু প্রস্রাব খোলসা না হওয়া, মূত্রনালী টন টন করা, রক্ত পুঁজ পুচ্ছ বাঙ্গালীর মত না খোলা প্রস্রাব হওয়া, কাপড়ে সাদা দাগ [illegible], মাথাধরা, মাথাঘোরা, অরুচি, কাজে মন না লাগা, কোষ্ঠ কাঠিন্য হাত পা জ্বালা, [illegible] কিছু মনে না থাকা, রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়া, অল্প উত্তেজনায় এমন কি স্বপ্নাবস্থায় বা কোষ্ঠ ত্যাগকালে ধাতুক্ষয়, স্বপ্নদোষ, আংশিক পুরুষত্বহানি ইত্যাদি। ছিলিংবাম যে কত শত সহস্র প্রশংসা পত্র পাইয়াছে তাহা শুনিয়া শেষ করা যায় না। ধনী নির্ধন স্ত্রী পুরুষ সকলেই ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য উপকারিতা দেখিয়া প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এ সকল বাদ দিলেও নিম্নে দেখুন কত বড় বড় ডাক্তার প্রশংসা করিয়াছেন।

কেবল কয়েকজন ডাক্তারের নাম।

(১) কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, (আই, এম, এস,) এম, এ, এম, ডি,—এফ, আর, সি, এস —পি, এস, ডি—এস, এস, সি; (২) মেজর বি কে, বসু—(আই, এম, এস,) এম, ডি, সি, এম; (৩) মেজর এন, পি, সিংহ, (আই, এম, এস,) এম, আর, সি, পি এম, আর, সি, এস; (৪) ডাঃ এস, চক্রবর্ত্তী এম, ডি; (৫) ডাঃ ইউ, গুপ্ত এম, ডি; (৬) ই, এস, ঘোষ এম, ডি; (৭) আর মনিয়ার এম, বি, সি, এম; (৮) ডাঃ টি, ইউ, আমেদ এম, বি, সি, এম, এল, এস, এ; (৯) ডাঃ এ, ফারমী, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস; (১০) ডাঃ জি পি, গেজেবড়ুয়া; এল, আর, সি, পি, এল, এফ, পি; (১১) ডাঃ আর, জি, কর, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস ইত্যাদি

ছিলিংবাম সমস্ত ডাক্তারখানায় বিক্রয় হয়।

মূল্য বড় শিশি ২৷০; ছোট শিশি ১৷০; ভিঃ পিঃতে প্যাকিং ডাক খরচাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"ছিলিং", কলিকাতা।

ছাত্রদিগের জন্য বৃত্তি।

—০—

৫০৲ ও ৪০৲ টাকা (ম্যাট্রিক।)

৩০৲ ও ২৫৲ টাকা (নন-ম্যাট্রিক।)

দি ন্যাসানেল মেডিকেল কলেজ,

৩০১।৩ অপার সারকিউলার রোড

নিয়মাদির জন্য আবেদন করুন।

এই কলেজে শব-ব্যবচ্ছেদ ও সার্জ্জারী আধুনিক প্রথায় শিক্ষা হয়। বেতন ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

কলেজ কাউন্সিল— মহারাজা বাহাদুর কাশিম বাজার, মাননীয় বিচারক এ, চৌধুরী ও রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৩শে ভাদ্র বুধবার, ১৩২৭ সাল।

ভ্রম সংশোধন।

আমাদের মুদ্রাকরের ভ্রম বশতঃ গত সপ্তাহের কাগজে নীলামের দিনের সেপ্‌টেম্বর স্থানে আগষ্ট হইয়াছে। আমরা লালকালীতে কাটিয়া তারিখ ঠিক করিয়া দিয়াছি।

ভাদুই ধান্যের ফলন।

হইল না হইল না করিয়া ভাদুই ধান্য বেশ জন্মিয়াছে। আমাদের জঙ্গিপুর অঞ্চলে সাধারণ জমিতে প্রতি বিঘা ৬০ তোলার ওজনে ৮।০ মণ হিসাবে ফলিয়াছে। ভাল জমিতে ১৪।০ মণ ১৫।০ মণও প্রতিবিঘা জন্মিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই দুর্দ্দিনে বাগড়ী অঞ্চলের ইহা খুব মঙ্গল বলিতে হইবে। হৈমন্তিক ধান্য রোপণে দেরী হইল বটে কিন্তু এক্ষণে বরুণ-দেব যে প্রকার বারি বর্ষণ করিতেছেন তাহাতে বর্ত্তমান অবস্থা খুব মন্দ নয়। ন দেবাঃ সৃষ্টি নাশকাঃ।

ভরা ভাদরে মরা গাঙ।

ভাদ্র মাসেই মা ভাগীরথীর চরমোন্নতির সময়। কিন্তু মায়ের বক্ষে ভরা ভাদরে চড়া দেখা দিয়াছে। বর্ষায় যদি গঙ্গার এই অবস্থা হয় তবে গ্রীষ্মে কি হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। গঙ্গার অবনতিই জঙ্গিপুরের স্বাস্থ্যের অবনতির কারণ। 'ড্রেনেজ স্কীম' পরীক্ষার সুযোগ এবার ত হইল না বলিলেই হয়। ড্রেনে জল না ঢুকিলে ধৌত ক্রিয়া কি প্রকারে হইবে? গঙ্গার উন্নতি না হইলে এতদ্দেশ বাসীর অকালে গঙ্গাপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী।

সহরে আতঙ্ক।

আজ কয়েক দিন হইতে একটী কুকুর ক্ষেপিয়া কয়েকটা গরুকে কামড়াইয়াছে। ইতি মধ্যেই তাহার দু' তিনটী গোলালা সম্বরণ করিয়াছে। বাঙ্গালীর ব্রহ্মাস্ত্র লগুড়াঘাতেই নিতাই মাল এই কুকুরটী নিধন করিয়াছে বটে, কিন্তু এই কুকুরাতঙ্ক ঘুচিতে না ঘুচিতেই একটী শৃগাল ক্ষেপিয়া স্থানীয় জমিদার বলাই বাবুর চাকরাণীকে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে। ক্ষিপ্ত শৃগালটী এখনও অক্ষত দেহে বিচরণ করিতেছে। আবার কোন লগুড় ধারা অনুগ্রহ করুন নচেৎ আর কত দিন গো-পো সামলাইয়া রাখা যাইবে।

চাকরীর বাজার।

জঙ্গিপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি হওয়ায় স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ একজন শিক্ষকের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। শুনা যাইতেছে উক্ত পদের জন্য প্রায় শতাধিক আবেদন পত্র আসিয়াছে। বি, এ,; এম, এ, ; এম, এ, বি এল ; এম, এ, বি, এল, বি, টী ; উপাধিধারী বহু ব্যক্তি দরখাস্ত করিয়াছেন। মাত্র একজন বাহাল হইবেন। হায়রে চাকরী! লেখা পড়ার চরম করিয়াও চাকরী মেলা দায় হইয়াছে। "পড়ো ফারসী বেচো তেল ক্যা তগ্‌দীরকা খেল।"

জঙ্গিপুর রোডে যাত্রীর অসুবিধা।

জঙ্গিপুররোড ষ্টেশনে এমন কি বি, এ, কে লাইনের অধিকাংশ ষ্টেশনেই গাড়ীতে আরোহণ করিতে হইলে সার্কাস জানা চায়। প্ল্যাটফরম ত হইলই না হইবে কিনা বলা যায় না। স্ত্রীলোক গাড়ীতে উঠিতে গেলে আবরু থাকা দায়। ৩য় শ্রেণীর বিশ্রামাগার গুলিতে মানুষ যে থাকিতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। শীতকালে হু হু করিয়া বাতাস আসে বর্ষাকালে বৃষ্টির ছাট আসে; অফিস ঘরের বাহিরে যে সামান্য স্থানটুকু আছে তাহাতে মাত্র একখানি বেঞ্চ আছে তিন জনের বেশী চারিজন তাহাতে বসিতে কুলায় না। রাত্রিকালে বিশেষতঃ বর্ষার রাত্রিতে যাত্রীদিগের যে কি দুর্গতি হয় তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অনুভব করিতে পারিবেন না। আমরা রেল কর্ত্তৃপক্ষকে এই বৃষ্টিবাদলার এক রাত্রিতে ৩য় শ্রেণীর আরোহী হইতে অনুরোধ করি। নতুবা প্রতিকার যে একান্ত প্রয়োজন তা তাঁহারা অনুভব করিতে পারিবেন না।

দান।

আমরা মুর্শিদাবাদের শ্রীল শ্রীযুক্ত নবাব বাহাদুরের অতুলনীয় দানের কথা শুনিয়া তাঁহাকে অকাতরে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। মুর্শিদাবাদের অনশনক্লিষ্ট ও বস্ত্রাভাবগ্রস্ত দরিদ্রগণের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহার করুণ হৃদয় বিগলিত হইয়াছে। তিনি এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছেন যে, যে সকল ব্যক্তি কোনরূপ কার্য্য করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে অক্ষম, এরূপ অসহায় দরিদ্র মাত্রেই, তাঁহার ভাণ্ডার হইতে চাউল ও অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্য, এবং বস্ত্রহীন হইলে বস্ত্র পাইতে পারিবে। তিনি এরূপ সাহায্য দানের নিমিত্ত কোন সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াও দেন নাই। সুতরাং এই দুর্দ্দিনে তাঁহার এরূপ সহৃদয়তা যে অতীব প্রশংসনীয় তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ভগবান দরিদ্রপালক নবাব বাহাদুরকে দীর্ঘজীবী করুন ও তাঁহার ভাণ্ডার অক্ষয় হউক ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের বাটী প্রস্তুতের চাঁদার প্রাপ্তি-স্বীকার।

১।	বাবু নলিনীকুমার চাটার্জ্জি জমিদার, বহরমপুর	১০৲
২।	বাবু সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ জমিদার, জিয়াগঞ্জ	২৫৲
৩।	বাবু পুরণচাঁদ নাহার এম, এ, বি, এল ভকিল হাইকোর্ট	১০৲
৪।	শ্রীমতী কুমুদকামিনী দেবী জমিদার, জঙ্গিপুর	৫৲
৫।	জে, আর লঙমিওর সাহেব বাহাদুর জমিদার, নুরপুর	১৫৲
৬।	বাবু মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী জমিদার, নিমতিতা	২০৲
৭।	বাবু জগবন্ধু সাহা শ্রীরামপুর ধুলিয়ান	১৫৲

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রিয়নাথ মিত্র।
সেক্রেটারী।

কংগ্রেসে দেশী পোষাক।

এবার কলিকাতার কংগ্রেসে ব্যারিষ্টার শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাস ধুতি, কোট এবং চাদর পড়িয়া কংগ্রেস মণ্ডপে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অনেকেই ইহাঁকে চিনিতে পারেন নাই। শ্রীযুত গান্ধিও হাত বুনা ধুতি পড়িয়া মণ্ডপে আসিয়াছিলেন। ইহাঁর পায়ে জুতা ছিল না। প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত লালা লজপৎ রায়ও সাদাসিধা পোষাক পড়িয়া আসিয়াছিলেন।

কংগ্রেস—বিশেষ অধিবেশন।

গত ৪ঠা সেপ্‌টেম্বর হইতে ৫দিন "ইণ্ডিয়া নেশানেল কংগ্রেসের" অধিবেশন হইয়াছে। এ অধিবেশন বিশেষ অধিবেশন। ভারতের সর্ব্ববিধ মঙ্গল বিধান জন্য, ভারতবাসীর অস্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব বজায় রাখিবার জন্য ভারত মাতৃকার কৃতি সন্তানগণ ভারতের নানা অংশ হইতে একত্র সমবেত হইয়াছিলেন। পঞ্জাবের স্বনাম ধন্য নেতা লালা লজপৎ রায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ভারতের বুক ফাটা অনেক ঘটনার আলোচনা ও তাহার প্রতিকার জন্য প্রকৃত দেশ হিতৈষীগণ হৃদয় গ্রাহিনী বক্তৃতাও করিয়াছিলেন। এবারকার কংগ্রেসে কেবল ক্ষীণ রোদনধ্বনি নাই। পরাধীন জাতরি যতদুর শক্তি আশা সম্ভব তাহাই প্রয়োগ করিবার সংকল্প হইতেছে।

রঘুনাথগঞ্জে সাধারণ ক্লাব বা সমিতির আবশ্যকতা।

বর্ত্তমানে আমাদিগের এখানে সাধারণের ব্যবহার জন্য কোন ক্লাব বা সমিতির অস্তিত্ব নাই, অথচ এইরূপ একটী সমিতির যে কতদূর আবশ্যকতা তাহা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। আমার বিশ্বাস বঙ্গদেশে অধুনা এমন কোন মহকুমা নাই যেখানে এইরূপ অতি আবশ্যকীয় সামগ্রীর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। থাকলেও তাহার সংখ্যা অতি বিরল সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পূর্ব্ববঙ্গে অনেক গণ্ডগ্রাম আছে যেখানে নানারূপ সমিতি আছে এবং তদ্দ্বারা নানারূপ হিতকর কার্য্যাদি হইয়া থাকে যাহাতে তদ্দেশবাসী সকলেই উপকৃত হন এবং আনন্দ ও গৌরব অনুভব করেন। কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা কতটুকু

দেশের বা সমাজের উপকার হইতে পারে কিন্তু দশের বা সাধারণের চেষ্টায় অতি, গুরুতর কঠিন কার্য্যও অনায়াসে সুসম্পন্ন হইতে পারে। সমিতি গঠন দ্বারা আমরা সাধারণের সহানুভূতি লাভ করি একারণ সভা বা সমিতির বিশেষ আবশ্যক। দশ জনে কোন একস্থানে মিলিত হইয়া কথা বার্ত্তা কহিলে সৎ আলোচনাদি করিলে পরস্পরের মতের বিনিময় হয় তদ্বারা জ্ঞানলাভ হয় ও কার্য্যকরী শক্তির উন্মেষ হয় একারণ সমিতি গঠনের আবশ্যক। পুনরায় মানুষ কেবলমাত্র কর্ত্তব্যের বোঝা মাথায় করিয়া লইয়া কঠিন মীমাংসার গবেষনা করিয়া দিন রাত্রি কাটাইতে পারে না। সংসারে বাস করিতে হইলে সে সকল ত আছেই তাহা ব্যতীত বিশ্রাম এবং সৎ আমোদ প্রমোদও প্রয়োজন। তদ্দ্বারা শরীর ও মন প্রফুল্ল হয়, জীবনী শক্তিও বৃদ্ধি পায়। এ সকল কারণে সাধারণ সমিতি স্থাপন করিতে হইলে লাইব্রেরী বা পুস্তকালয়, ক্রীড়া করিবার উপকরণাদি ও গীত বাদ্যের সরঞ্জাম প্রভৃতির আবশ্যক। উক্ত সকল গুলিই ব্যয়সাধ্য সামগ্রী একারণ সাধারণের সহানুভূতি বিশেষ আবশ্যক। অবশ্য স্বদেশ হিতৈষী করুণ হৃদয় লালগোলার রাজা বাহাদুরের অনুকম্পায় আমাদিগের বিশেষ ব্যয়সাধ্য সামগ্রী বাড়ীর অভাব মোচন হইয়াছে। তিনি ঐরূপ ভাবে ব্যবহার জন্যই সাধারণের নিমিত্ত মেকেঞ্জি পার্ক প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন পার্ক নামে অভিহিত হইলেও উক্ত স্থানটীর ব্যবহার মোটেই আমরা জানি না বা বুঝি না। ইহা অতি দুঃখের কথা সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সুযোগ্য ভূতপূর্ব্ব সব ডিভিসনাল অফিসার শ্রীযুক্ত বাবুচারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আমলে উক্ত পার্কের কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তিনি পার্কস্থিত পুষ্করিনীর চারি পাশে বেড়াইবার জন্য পাকা রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। ক্লব রুমে পুরাতন জীর্ণ চেয়ার টেবিল সরাইয়া দেয়া নূতন চেয়ার টেবিল একটী নূতন ভাল আলো প্রায় তিন আলমারী পুস্তক ক্রিকেট ব্যাডমিন্টন খেলিবার সরঞ্জাম আদি ও একখানি দৈনিক বেঙ্গলী সংবাদ পত্রিকাও আমদানি করাইয়াছিলেন। অবশ্য তখনও সাধারণের নিমিত্ত কোন সমিতি গঠিত হয় নাই। তবে সাধারণে উক্ত পুস্তকাদি পাঠ করিতে পাইত। আমি নিজেও সে সময়ে সন্ধ্যার পরও পুস্তকাদি পাঠ করিয়াছি আলোর রীতিমত বন্দোবস্ত ছিল। তিনি বদলি হইয়া যাওয়ার পর সমস্তই উঠিয়া গিয়াছে, পুস্তকাদিও এক্ষণে নাই। পুস্তকগুলি কি হইল তাহা বলিতে পারিনা তবে শুনিয়াছি জঙ্গিপুরে হাইস্কুলে কতক পুস্তক লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তৎপর হইতে বরাবর উক্ত বাটী খানি পতিত রহিয়াছে কোনরূপ ব্যবহার নাই কেবল মাত্র সময় সময় কোন উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী আসিলে পার্টি উপলক্ষে সভাসমিতির অধিবেশন হইত। গত সন হইতে স্থানাভাবে ঐ বাটীতে একটী মাইনর স্কুল চলিতেছে। শুনিয়াছি পার্কের কর্ত্তৃপক্ষগণ সাধারণের হিতকল্পে দাতার ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত পূজার পর হইতে অন্যস্থানে ঐ স্কুল পরিচালনার আদেশ করিয়াছেন। আমি যতদূর অবগত আছি তাহাতে আমাদের স্থানীয় সুযোগ্য সবডিভিসনাল অফিসার মহাশয় ও মুন্সেফ বাবুগণ আমাদিগের এই হিতকর কার্য্যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। এই বার আমাদিগের সাধারণ সমিতি স্থাপনের পরম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। একারণ আমার সাধারণের নিকট সানুনয় নিবেদন একটু চেষ্টা করিয়া ঐরূপ একটী সমিতির স্থাপনে বদ্ধপরিকর হইয়া চেষ্টা করিলে আমরা নিশ্চয়ই সুফল পাইব। গত দশ বৎসর হইতে এস্থলে ম্যালেরিয়ার যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তাহতে অনেক লোক রীতিমত ঔষধ পথ্যাদির অভাবে এবং শুশ্রূষার অভাবে এক্ষণে বন্য পশুর ন্যায় মারা যাইতেছে। এইরূপ একটী সমিতি গঠন হইলে উক্তরূপ কার্য্যে কথঞ্চিৎ পরিমাণে সাহায্য করিতেও সক্ষম হইব। দশের এবং দেশের হিত হইবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র রায়।

প্রাপ্ত।

প্রতিবাদ।

গত ১২ই শ্রাবন তারিখে জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রে জনৈক জমিদার লিখিয়াছেন "যদি ভাল করিয়া অনুসন্ধান করা যায় তবে দেখা যাইবে যে অধিকাংশ স্থানেই গ্রাম্য স্কুল ও ডাক্তারখানা জমিদারের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত"। এই বিষয়ে আমাদের ২। ১টী কথা বলিবার আছে। এ পর্য্যন্ত যাহা আমরা দেখিতেছি তাহাতে কাশিম বাজারের মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, মহোদয় স্কুল কলেজ সম্বন্ধে বহুটাকা নিঃস্বার্থভাবে ও লালগোলার রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় মহোদয় বহরমপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে ও মণ্ডলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিতারণ ঘোষাল মহাশয় মণ্ডলপুরের ডাক্তার খানায় নিঃস্বার্থভাবে অর্থ দান করিতেছেন ও করিয়াছেন এতদ্ব্যতীত অধিকাংশ জমিদার মহোদয়গণের কৃপায় যে সকল ডাক্তারখানা ও স্কুল পরিচালিত হইতেছে তাহা প্রজার নিকট খাজনার টাকার উপর খরচারূপে আদায় হইয়া থাকে এবং জমিদার মহোদয়গণ তাহাদ্বারা ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ডাক্তারখানা ও স্কুল কলেজ হইয়াই বা দেশের কি উপকার হইতেছে? মাননীয় কাশিমবাজারের মহারাজার অনিচ্ছা স্বত্বেও বহরমপুর কলেজ এবং স্কুল সমূহে দিন দিন ছাত্র বেতন বৃদ্ধি ও নানা প্রকার চাঁদ আদায় হইতেছে ইহাতে সাধারণ গরীব লোকের ছেলে পড়ান কঠিন হইয়াছে। এই সকল কারণে বুঝা যাইতেছে যে বড় লোকদের ইচ্ছা বড় লোকের ছেলেরা শিক্ষিত হইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবে এবং গরীব লোকের ছেলেরা মুর্খ হইয়া তাহাদের আদেশ পালন করিবে। আর ডাক্তারখানার কথা পরস্পর শ্রুত হইয়াছি বহরমপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে বর্ত্তমান বর্ষের আষাঢ়, শ্রাবন মাসে ৮ জন লোকের কলেরা হইয়াছিল তন্মধ্যে ৭ জন লোক কালগ্রাসে পতিত হয় বাকী একজন ঈশ্বর অনুগ্রহে প্রাণ পাইয়াছে। ডাক্তার খানায় ডাক্তার, ডাক্তার সাহেব, Nurse ইত্যাদি কোন বিষয়ে অঙ্গহীন নাই। ইহাতেও ডাক্তারখানায় গরীব লোকের কিরূপ চিকিৎসা হয় তাহা সাধারণের বিবেচ্য বিষয়। মাননীয় লালগোলার রাজার টাকা খরচের ত্রুটী নাই এবং ডাক্তারখানার দিন দিন কলেবরও বৃদ্ধি হইতেছে।

এক স্থলে লিখিত আছে "এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে যে বহুস্থানে ও বহু সময়ে বিপন্ন প্রজাগণ জমিদার কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন" এইরূপ কোন আর্থিক সাহায্য সচারচর দৃষ্টিগোচর হয় নাই তবে এই উপকার দেখিতে পাই জমিদার মহোদয়গণের কৃপায় তাঁহাদের পুত্র কন্যার বিবাহ ইত্যাদিতে গরীব প্রজার রক্ত শোষণ করা টাকাতে থিয়েটার, যাত্রা, খেমটা ইত্যাদি আনাইয়া গরীব প্রজার মন তুষ্টি করা হয় গরীব প্রজাগণ কলিকাতায় গিয়া ঐ সকল আমোদ দেখিতে পায় না জমিদারের অনুগ্রহে তাহা দেখিতে পায়। বর্ত্তমান বর্ষে অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে কত গরীব হাহাকার করিতেছে জমিদার মহাশয়গণ নিজ নিজ মহাল তদন্ত করিয়া দেখিয়াছেন কি? এবং অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন কি?

শ্রীহৃষীকেশ অধিকারী।

জবাকুসুম তৈল

গুণেঅদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।

৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২৸৶০

দ্রষ্টব্য।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মূল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, ডজনের মূল্য ৯৷০ সারে নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য আড়াই টাকা ৴।০ শিশির মূল্য ৩।০ টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য এক টাকা রহিল।

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নবিকারাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৶০

ক্ষুধাবতী

অম্লাপত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাতে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১।৴

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৶০

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

২৯নং কলটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা;

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ।

সর্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্ ॥ ১ ;

চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য
শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

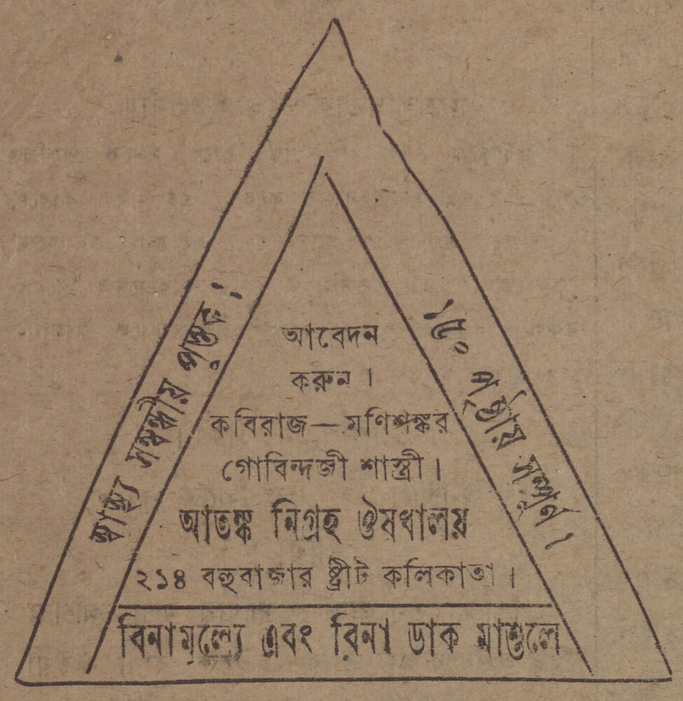

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক!

৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

আবেদন
করুন।
কবিরাজ—মণিশঙ্কর
গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু ২—স্বাস্থ্য ৩—শক্তি	এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে।

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-কন্যের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৶৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৶৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, স্ত্রৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্ক অব্ রোজ।

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক পলিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পাদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালক-দিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের এক শিশি ঔষধের মূল্য মায় মাশুল ১।৶৹ আনা।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভূষণ দে।

রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৶৹ দশ আনা।

ডাঃ নন্দলাল পাল
রঘুনাথগঞ্জ